

বিস-এর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে জার্মান পণ্ডিত হ্যাস

ইসলাম জঙ্গী ধর্ম : মুহম্মদ যুদ্ধবাজ

ধর্মীয় জঙ্গীবাদ প্রশ্নে কথা বলার অধিকার পশ্চিমাদের নেই : বিচারপতি মোস্তফা কামাল

কূটনৈতিক সংবাদদাতা : ঢাকাস্থ জার্মান দূতাবাস ও ফরাসী দূতাবাসের সহযোগিতায় বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্ট্রাটেজিক স্টাডিজ (বিস) আয়োজিত ‘ধর্মীয় জঙ্গীবাদ ও দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তা’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের গতকাল ছিল দ্বিতীয় দিন। সকাল-বিকাল দু’টি অনুষ্ঠানেই হয়েছিল জমজমাট বিতর্ক।

সকালের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করছিলেন সাবেক প্রধান বিচারপতি মোস্তফা কামাল। তিনি তার সভাপতির ভাষণে গুরুত্বসহকারেই বলেন, পাশ্চাত্যের দেশগুলোর ধর্মীয় জঙ্গীবাদ বা মানবাধিকার নিয়ে কথা বলার কোন নৈতিক অধিকার নেই। তিনি জার্মানী এবং ফ্রান্সের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। এই দেশ দু’টিতে ধর্মীয় ও মানবাধিকার লংঘিত হয়। ঢাকাস্থ জার্মান রাষ্ট্রদূত ডিয়েট্রিস আড্রেয়াস প্রতিবাদ করেন।

বিকেলের অধিবেশনে জার্মানীর ইরফার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর হ্যাস জি কিপেনবার্গ ‘সন্ত্রাসই ইবাদত এবং ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসীদের ধর্মগ্রন্থ’ শীর্ষক একটি নিবন্ধ উপস্থাপন করেন। প্রফেসর হ্যাস তার এই বিতর্কিত নিবন্ধে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন, ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই ইসলাম সন্ত্রাস লালন করে আসছে। তিনি তার প্রবন্ধে হযরত মুহম্মদ (সাঃ)কে যুদ্ধবাজ (ঘটরীমরট) হিসেবে উল্লেখ করেন এবং বলেন, “মুহম্মদ মদিনায় রাজনৈতিক শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য অমুসলিমদের সাথে সম্পাদিত সকল চুক্তি বাতিল করেছিলেন। প্রফেসর হ্যাস ইসলাম ধর্মকে জঙ্গী ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সূরা তওবা ও সূরা আনফাল থেকেও উদ্ধৃত করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, মুহম্মদ (রাসূল কারিম সাঃ) মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। মুহম্মদ অমুসলিমদের সাথে সম্পাদিত সকল চুক্তি বাতিল করেন (কোরআন, ৯ঃ১) এবং তাঁর অনুসারীদের নির্দেশ দেন যেখানে তাদের পাওয়া যায় সেখানেই তাদের হত্যা করতে (কোরআন ৯ঃ৫)।” প্রফেসর হ্যাস আরো বলেন, “মদিনায় মুহম্মদ এবং কাফেরদের মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। মক্কায় জীবনে তাঁর ধর্ম প্রচারের জন্য কৌশল হিসেবে দয়াদ্রতার নীতি গ্রহণ করা হয়, পরে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ ও সংঘাতের নীতি গ্রহণ করা হয়। ইসলামী ধর্মতত্ত্বে এটাই হচ্ছে সহনশীলতা থেকে জঙ্গীবাদে রূপান্তর। এর মূলে রয়েছে কোরআনের ঐ ৯ঃ৫ আয়াত।” এভাবেই প্রফেসর হ্যাস তার সমগ্র প্রবন্ধে ইসলামকে জঙ্গী ধর্ম হিসেবে প্রমাণ করার অপপ্রয়াস পেয়েছেন।

তিনি বলেছেন, নিয়ত হচ্ছে ইসলামের একটি মৌলিক বিষয়। নিয়ত ছাড়া কোন কাজ শুদ্ধ হয় না। নিয়ত যদি ব্যক্তিগত আবেগমুক্ত হয় তা হলে যেকোন সন্ত্রাসী কাজও পবিত্র কাজে পরিণত হবে। প্রফেসর হ্যাস বলেন, নিয়তের এই উদাহরণই ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনা ঘটাতে অনুপ্রাণিত করেছে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল পবিত্র... এ নিয়তেই তারা নামাজ পড়েছে, তেলাওয়াত করেছে— তার পর তারা ১১ সেপ্টেম্বরের হামলা পরিচালনা করেছে। প্রফেসর হ্যাস এভাবেই প্রমাণ করতে চেয়েছেন ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনাকে মুসলমানরা যৌক্তিক হিসেবে বিবেচনা করে।

ঐ হত্যাকাণ্ডকে মুসলিম জঙ্গীরা মহৎ কাজ হিসেবে মনে করে। তারা মনে করে, যারা ঐ ঘটনা ঘটিয়েছে তারা শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেছে। গোটা প্রবন্ধ জুড়েই প্রফেসর হ্যাস তার যুক্তি তুলে ধরেছেন অত্যন্ত পাণ্ডিত্যের সাথে।

অনুষ্ঠানে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয় প্রফেসর হ্যাসের এই অভিমতে। সম্মেলনের ঐ কর্মঅধিবেশনে সভাপতিত্ব করছিলেন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ডঃ মিজানুর রহমান শেলী। বিষয়টি আলোচনার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হলে সাবেক সচিব শাহ আব্দুল হান্নান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর আনোয়ার হোসেন, প্রফেসর শওকত আরা, রাষ্ট্রদূত

জিয়া উশ শামস চৌধুরী, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শাখাওয়াত হোসেইন, ডঃ সৈয়দা সুলতানা রাজিয়া, ভারতের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী জনাব আসগর আলী ইঞ্জিনিয়ার প্রমুখ। তারা বলেন, প্রফেসর হ্যাস কিপেনবার্গ তার প্রবন্ধে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই'র বরাত দিয়ে যেসব তথ্য উল্লেখ করেছেন, তাতো এফবিআই'র বানোয়াট তথ্যও হতে পারে। তারা আরো বলেন, বিচ্ছিন্নভাবে আল-কুরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। আল-কুরআন অবতীর্ণ হয় পরিস্থিতি ও সময় অনুযায়ী, প্রয়োজন অনুসারে। রাসূল করিম (সাঃ) মক্কা বিজয়ের পর ক্ষমা ও দয়ার এক আদর্শ স্থাপন করেছেন। তারা প্রফেসর কিপেনবার্গের বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করেন।

দিনের অপর এক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বিচারপতি মোস্তফা কামাল। সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার ধর্মীয় জঙ্গীবাদ ও মানবাধিকার নিয়ে কথা বলার নৈতিক অধিকার নেই। তিনি বলেন, কয়েক শতাব্দী ধরে তুর্কীরা জার্মানীতে বসবাস করছে। তারা আজো নাগরিকত্ব পায়নি। ফ্রান্সে মুসলিম মহিলাদের হিযাব নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা ধর্মীয় জঙ্গিবাদের কারণে ততখানি উদ্বেগ নেই যতখানি উদ্বেগ পাশ্চাত্য যে দৃষ্টিতে বিবেচনা করে, তা দেখে। আমি মনে করি না, বাংলাদেশ- ভারতের মধ্যে কখনো ধর্মযুদ্ধ বাধবে। জার্মান রাষ্ট্রদূত বিচারপতি মোস্তফা কামালের বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন।